দুর্যোগ ব্যবস্হপনা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শামীম আযাদ

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সারা বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিশ্বব্যাপী আলাদা পরিচিতি রয়েছে। Would Risk Index-2016 অনুসারে পৃথিবীর ১৭১ টি দেশের মধ্যে অবকাঠামো ও ফসলাদি,মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকূলের আপদ উন্মুক্ততা,দুর্দশা, বিপদগ্রস্ততা,সহনশীলতা ও অভিযোজন সূচকের সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম।সকল দুর্যোগেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষকরে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধিরা অধিক ক্ষতিগ্রস্হ হয়।

দুর্যোগকালে দুঃস্থ লোকজনকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য, পানি, চিকিৎসা, সেবা,আশ্রয় বস্ত্র ইত্যাদি জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহ করা দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।এছাড়াও দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণকে বছরব্যপী অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করাসহ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্হায়ীভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাও এ মন্ত্রণালয়ের কাজ।সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তুতি ও জনগোষ্ঠীর সচেতনতার কারণে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবনের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। নগর অবকাঠামো, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সরকার বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও পরিবেশ প্রতিবেশ সংরক্ষণে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা " চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ" পেয়ে দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। দুর্যেগ ব্যবস্হাপনা বিষয়ে সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি দর্শন হচ্ছে প্রাকৃতিক,পরিবেশগত ও মানব সৃষ্ট আপদ হতে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বড়ো ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম এমন জরুরি সাড়াদান ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করা। সরকার দুর্দশাগ্রস্হ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবিলায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, যেমন- বন্য আশ্রয়কেন্দ্র, উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘরবাড়ি, ছোট ও মাঝারি আকারের সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও উদ্ধার কাজে সার্বিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্য ১,১১ ও ১৩,৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০২১-২৫) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ১৭ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ টি প্রকল্প এবং বিভিন্ন ত্রাণ ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রমে নারীরা বেশি উপকৃত হবে। কারণ দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে।দুর্যোগ ব্যবস্হাপনার ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা আইন ২০১২ এবং এরই ধারাবাহিকতায় 'দুর্যোগ বিষয়ক স্হায়ী আদেশাবলী' প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা,উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তর 'Practicing Gender and Social inclusion in Disaster Risk Reduction ' শীর্ষক একটি ফ্যাসিলিটেটর গাইডলাইন প্রকাশ করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন ঝুঁকি পর্যালোচনা করে ঝুঁকি ব্যবস্হাপনা করা। গাইডলাইনটি দুর্যোগ ব্যবস্হাপনার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে,সম্ভব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এলাকার মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রসে সহায়তা করছে। গাইডলাইনটি দুর্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের ঝুঁকি ব্যবস্হাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জরুরি সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্তকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করায় এবং এসব কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন ও জীবিকার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। দুর্যোগের সর্তক বার্তার পর নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং দুর্যোগকালে ওষুধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে নারীর দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়,যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দুর্যোগ সম্ভবনাকালে বিশেষত নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্হানে স্থানান্তরের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এর ফলে দারিদ্র ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

বন্যায় আক্রান্তদের বিশেষ করে নারী, শিশু,বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিদের উদ্ধার ও তাদের মালামাল পরিবহনের জন্য ইতিমধ্যে ৩০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে আরও ৩০ টি এ ধরনের বোট সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও Procurement of Equipment for Search and Rescue Operation on Earthquake and Other Disaster (Phasa II) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়

ইতিমধ্যে ১৫৮ কোটি টাকা ব্যায়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ২ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা ব্যায়ে নতুন নতুন উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে। দুর্যোগকালীন সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন - তিতাস গ্যাস,আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে উন্নত জিআইএস সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এদের মধ্যে ২০ শতাংশ নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। Harmonized Training Module এর আওতায় জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ হাজার ৯৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩৫ হাজার নগর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক এবং Cyclone Preparedness Programme (CPP) এর আওতায় ৭৬ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে,যার মধ্যে ৩৮ হাজারেরও বেশি নারী।

সীমিত সমর্থ নিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে কাছে এক রোল মডেল। দুর্যোগ প্রবন এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত নানারকম প্রাকৃতিক ও মানুষসৃষ্ঠ দুর্যোগের মোকাবিলা করে বেঁচে আছে।দুর্যোগ পূর্ব ব্যবস্থাপনা,দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা অত্যান্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব সীমিত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা সরকারি- বেসরকারি সকল পর্যায়ের ব্যক্তিরা করে থাকেন। আর এর মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

#

লেখক: সদস্য, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

পিআইডি ফিচার